PRESS RELEASE

স্থান
নোয়াখালী

তারিখ
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২

নোয়াখালীতে নতুন স্বাস্থ্যসেবা উদ্বোধন করলো ইউএনএইচসিআর ও বাংলাদেশ সরকার

নোয়াখালী জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ মাসুম ইফতেখার ও জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর আজ নোয়াখালী সদর হাসপাতালের নতুন বর্ধিত ইনপেশেন্ট বিভাগ, একটি সংস্কারকৃত অপারেশন থিয়েটার ও ইমার্জেন্সি ইউনিটের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী সদর হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাঃ হেলাল উদ্দিন।

ইউএনএইচসিআর-এর অর্থায়নে সম্পন্ন এই সংস্কার কাজটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে করা হয়েছে। নোয়াখালী জেলার জনগণ এবং ভাসান চর থেকে মেডিক্যাল রেফারেলের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীরা এই নতুন সেবাগুলো গ্রহণ করতে পারবেন। ইউএনএইচসিআর নোয়াখালী সদর হাসপাতালকে ৪৬০টি অক্সিজেন সিলিন্ডারও প্রদান করেছে।

হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাঃ হেলাল উদ্দিন বলেন, "বিভিন্ন সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও নোয়াখালী সদর হাসপাতাল স্থানীয় বাংলাদেশী ও শরণার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। হাসপাতালের জন্য ইউএনএইচসিআর-এর এই চমৎকার ও নির্ভরযোগ্য সহায়তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই।"

ইউএনএইচসিআর শরণার্থী ও তাদের আশ্রয়দানকারী স্থানীয় বাংলাদেশীদের স্বাস্থ্যসেবা ও পরিসেবা বাড়াতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এরই অংশ হিসেবে গত ৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজারের সিভিল সার্জন এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট-এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ইউএনএইচসিআর ও সহযোগী সংস্থাগুলো কক্সবাজারের নয়াপাড়ায় প্রথম মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ইনপেশেন্ট ইউনিট প্রতিষ্ঠা ও উদ্বোধন করেছে। শরণার্থী শিবিরে অবস্থিত হলেও কক্সবাজারের এই ইউনিটটি শরণার্থী ও বাংলাদেশী উভয়ের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ইউএনএইচসিআর-এর সিনিয়র পাবলিক হেলথ অফিসার ডাঃ অ্যালেন মাইনা বলেন, "কক্সবাজার ও নোয়াখালীর জনগণের স্বাস্থ্যসেবা ও পরিসেবার উন্নতি ও বৃদ্ধির কাজে বাংলাদেশ সরকার এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে কাজ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমাদের সহযোগী সংস্থাগুলো, দাতা ও বাংলাদেশের বিবিধ কর্তৃপক্ষের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।"

ইউএনএইচসিআর গত সপ্তাহে কক্সবাজারের ৪ নম্বর ক্যাম্পের একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বহিঃবিভাগ ও ইনপেশেন্ট বিভাগেরও সংস্কার করেছে। এই কেন্দ্রগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্য এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সকল সুবিধা পাওয়া যাবে প্রতিদিন রাত-দিন ২৪ ঘন্টা। স্বাস্থ্যখাতের সেবা ও পরিসেবা বৃদ্ধির এই ব্যাপক কাজগুলো সম্ভব হচ্ছে যুক্তরাজ্যের ফরেন কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) এবং জাপানের সরকার ও জনগণের উদার অনুদানের মাধ্যমে।

শেষ

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগঃ

রেজিনা ডি লা পোর্টিলা, কক্সবাজার; ০১৮৪৭৩২৭২৭৯; delaport@unhcr.org

মোস্তফা মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন; ঢাকা; ০১৩১৩০৪৬৪৫৯; hossaimo@unhcr.org